উচ্চ গুণাগুণ সম্পন্ন দেশিয় ষাঁড়
(High Merit Indigenous Bull)

লাল তীর

দেশী ষাঁড়

পরিচিতি:

বাংলাদেশের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural Selection) মধ্য হতে অধিক গুণাগুণ সম্পন্ন বাছাইকৃত বেশি উৎপাদনে (দুধ ও মাংস) সক্ষম। দেশিয় গরু সাধারণ ব্যবস্থাপনায় স্বল্প ব্যায়ে দুধ ও মাংস উৎপাদনে অধিক উপযুক্ত। দেশের সব এলাকায় প্রজননের জন্য উপযুক্ত।

☎ ০২-৫৮৬ ১০০১২-৮ Lalteer.livestock www.lalteerlivestock.com

LTL MUNNA

SL-NO- 37

Bull Name	: **LTL MUNNA**
Breed	: LOCAL (High Merit Indigenous)
Genotype	: LO 100 %
ID No.	: 18LO0025
Date of Birth	: 14.01.2018
Birth Weight	: 21 Kg
Breed Type	: Dual purpose
Color	: Red Blackish
Source	: R &D Farm, Lal Teer/Linked Farm

Breeder : Lal Teer Livestock Development (BD) Limited

LTL PINTOO

SL-NO- 38

Bull Name : **LTL PINTOO**
Breed : PABNA
Genotype : LPC 100 %
ID No. : 21LPC0040
Date of Birth : 18.07.2020
Birth Weight : 20 Kg
Breed Type : Dual purpose
Color : Red
Source : R &D Farm, Lal Teer/Linked Farm

Breeder : Lal Teer Livestock Development (BD) Limited

কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে মহিষের জাত উন্নয়ন

মহিষের মাংসে কোলেস্টরল ও অন্যান্য ক্ষতিকর চর্বির পরিমাণ কম থাকায় অধিক স্বাস্থ্যসম্মত।

মহিষের দুধে ফ্যাট বা চর্বির পরিমাণ শতকরা ৭.৫-৯ ভাগ। এজন্য দুধ সুস্বাদু এবং বাজার মূল্যও বেশী।

লাল তীর মহিষের বৈশিষ্ট্য

- সিমেন/ বাছুর এর কৌলিক মান নিজস্ব গবেষণা খামারে পরীক্ষিত।
- গবেষণা ও উন্নয়ন খামারে দেশীয় আবহাওয়া সহনশীল প্রমানিত।
- সিমেন বাহিত রোগ মুক্ত এবং গবেষণা ও উন্নয়ন খামারে পরীক্ষিত।
- এ মহিষের সিমেন ব্যবহার করে উন্নত জাতের অধিক উৎপাদনশীল দুগ্ধবতী গাভী পাওয়া যায়।
- দেশীয় আবহাওয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংকর জাতের ষাঁড়ের সিমেন দেশের জন্য বিশেষ উপযোগী।
- গাভী মহিষ ৮-১৪ লিটার পর্যন্ত দুধ দেয়।
- এ জাতের মহিষের জন্ম ওজন অধিক হওয়ায় ওজন বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- ষাঁড় বাছুর মোটাতাজা করে আর্থিক ভাবে লাভবান হওয়া যায়।
- লাল তীর নিজস্ব গবেষণা খামারে সিমেন পরীক্ষা করে বাজারজাত করে।

গরু ও মহিষ পালনের তুলনামূলক সুবিধাসমূহ:

- দুধের গুনগত মানের দিক থেকে গরু অপেক্ষা মহিষ উৎকৃষ্টতর
- যে সমস্ত আঁশজাতীয় খাবার গরু খেতে চায়না মহিষের তা খেতে কোন অসুবিধা হয় না
- গরু অপেক্ষা মহিষের রোগ বালাই কম এবং আয়ুস্কাল বেশী
- ডাক নির্ণয় সম্ভব হওয়ায় গরুর মত মহিষেও কৃত্রিম প্রজনন জনপ্রিয়তা লাভ করছে
- গরুর সাথে মহিষ পালনে খাবারের অপচয় রোধ হয়
- গরুর সাথে মহিষ পালনে দুধের অধিক মূল্য পাওয়া যায়
- নদী, পুকুর বা ডোবা পানি ছাড়াও সকল পরিবেশে মহিষ পালন করা সম্ভব

লাল তীর মহিষের বাছুরের গুনাগুন নিম্নরূপ:

তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য	দেশী মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা	লাল তীরের উন্নত মহিষের উৎপাদন ক্ষমতা
জন্মের সময় ওজন	২৫ কেজি	৪০-৪৫ কেজি
১২ মাসে ওজন	১৫০-২০০ কেজি	২৫০-৩০০ কেজি
দৈনিক দুধ উৎপাদন	১-২ লিটার	৮-১৪ লিটার

SL-NO- 39

Bull Name : **LTL MODHUMOTI**
Breed : MEDITERRANEAN BUFFALO
Genotype : MED 50 %
ID No. : 18MED0011
Date of Birth : 11.02.2011
Birth Weight : 32 Kg
Breed Type : Dairy & Beef
Color : Black
Source : R & D Farm; Lal Teer

Breeder : Lal Teer Livestock Development (BD) Limited

SL-NO- 40

Bull Name : **LTL TISTA**
Breed : NILI-RAVI (G-2)
Genotype : MED 25 % + NR 50 %
ID No. : 16NR0004
Date of Birth : 06.09.2016
Birth Weight : 30 Kg
Breed Type : Dairy & Beef
Color : Black
Source : R & D Farm; Lal Teer

Breeder : Lal Teer Livestock Development (BD) Limited

গভীর হিমায়িত সিমেন ব্যবহার প্রণালী

কৃত্রিম প্রজননে সর্বোচ্চ সংখ্যক বাছুর পেতে হলে সঠিক ভাবে হিমায়িত সিমেন ব্যবহার জানতে হবে। সিমেনের গুনাগুন ধরে রাখার জন্য লালতীরের সিমেন ক্রয়ের পাশাপাশি আপনাকে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব সহকারে নিম্নে বর্নিত বিষয়গুলো মানতে হবে:

হিমায়িত সিমেন এক ক্যান থেকে অন্য ক্যান-এ স্থানান্তর করতে অবশ্যই অভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা কাজ করতে হবে, কেননা হিমায়িত সিমেন ঘরের তাপমাত্রার সংস্পর্শে আসলে ২-৩ সেকেন্ডের মধ্যেই সিমেন স্ট্র গলতে শুরু করে। যা সিমেন নষ্ট করে বা শুক্রানু কে স্থায়ীভাবে নষ্ট করে দেয়। সঠিকভাবে হিমায়িত সিমেন এর ব্যবহার প্রজনন কর্মসূচীর বৃদ্ধির দক্ষতা এবং গর্ভধারনের সুযোগ অধিক হারে বাড়িয়ে দেয় ।

সিমেন স্ট্র ক্যান থেকে উঠান এবং গলানো:

১. নাইট্রোজেন ক্যান ক্যানিস্টারটির মজুদ অবস্থা থেকে সিমেন স্ট্র এমনভাবে উপরে উঠাতে হবে যেন ক্যান-এর মুখ থেকে ২-৩ সে.মি নিচে থাকে। খেয়াল রাখতে হবে যেন ক্যানিস্টারটি ক্যানের মুখ থেকে উপরে না উঠে।

২. ক্যান থেকে সিমেন স্ট্র ফোরসেপ/চিমটে দিয়ে উঠাতে হবে এবং মনে রাখতে হবে যেন ১০ সেকেন্ড এর বেশী সময় না লাগে, ১০ সেকেন্ড অতিবাহিত হলে পুনরায় সিমেন ভর্তি ক্যানিস্টারটি ক্যানের ভেতর ২০ সেকেন্ড এর জন্য পুনরায় ঠান্ডা হওয়ার সময় দিতে হবে এবং পূনরায় স্ট্র'টি উঠাতে হবে।

৩. ক্যান থেকে স্ট্র উত্তোলনের পর পরই তা মৃদুভাবে ঝাকাতে হবে যেনো বাড়তি নাইট্রোজেন স্ট্রর গায়ে লেগে না থাকে এবং খুব দ্রুত থ-বাথ এ ৩৭ ডিগ্রী সেন্টি গ্রেট(৯৮ ডিগ্রী ফারেনহাইট) তাপমাত্রায় ১২-১৫ সেকেন্ড গলানোর জন্য রাখতে হবে।

কৃত্রিম প্রজনন সর্ম্পকিত যন্ত্রপাতি ও আনুসঙ্গীক:

১. ফোরসেপ বা চিমটে
২. থার্মোমিটার,
৩. সিমেন স্ট্র কাটার ধারালো স্টেইনলেস স্টীল কাঁচি,
৪. টিস্যু পেপার,
৫. সিমেন স্ট্র,
৬. এ আই গান,
৭. এ আই সীথ,
৮. এ আই গ্লোভস্।

এ আই গান লোডিং:

লোডিং এর আগে এ আই গানটি ৫-৬ বার হাত দিয়ে ঘষে একটু গরম করে নিতে হবে। থার্মোমিটার দিয়ে পানির তাপমাত্রা পরীক্ষা করে নিতে হবে। ১২-১৫ সেকেন্ড সময় পানিতে ডুবিয়ে রাখার পর স্ট্র'টি উঠিয়ে টিস্যু পেপার দ্বারা ভাল করে মুছতে হবে।

চিত্র: ক্রায়োক্যানের ভেতরের অংশ

চিত্র: ক্যান থেকে স্ট্র উঠানোর নিয়ম

চিত্র: থয়িং করার নিয়ম

এ আই গান এর প্লানজারটি পিছনের দিকে ৬ ইঞ্চি পর্যন্ত টানতে হবে। স্ট'র সিল করা মাথা ১ সে.মি. পরিমান কাঁচি দ্বারা কেটে ফেলতে হবে। স্ট্র'টি এ আই গানের মধ্যে ভরে এ আই সিথ স্থাপন করে লক আপ করতে হবে। লক আপ করার সময় খুবই সাবধান থাকতে হবে যেন এ আই গানের পিস্টন নিরাপদ দুরত্বে থাকে এবং যাতে চাপ লেগে স্ট্র হতে সিমেন বের হয়ে না পড়ে। এবার স্বাভাবিক প্রযুক্তিগত নিয়মে এ আই গানটি গাভীর জরায়ুতে স্থাপন করে পিস্টনে চাপ দিতে হবে। প্রজনন শেষে গাভীর যথারীতি এ আই রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।

চিত্র: স্ট্র কাটার নিয়ম

চিত্র: স্ট্র এ. আই গানে ভরার নিয়ম

চিত্র: এ. আই সিথ লক করার নিয়ম

ক্যান রক্ষণাবেক্ষন ও তরল নাইট্রোজেন সংরক্ষন:

তরল নাইট্রোজেন সংরক্ষন ক্যানের গঠন থার্মোফ্লাস্কের মতই, যা বিশেষ ধরনের সংবেদনশীল জিনিষ দিয়ে তৈরী এবং ধাক্কা বা জোরে ঘসা লাগলে সহজেই নস্ট হয়ে যাবে। এটির ভেতরে দুটি স্তর থাকে এবং এ স্তর দুটির মধ্যবর্তী স্থান তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থ দ্বারা নির্মিত। এই তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণকারী পদার্থ ফাঁপা বিশিষ্ট হয়ে থাকে। যখন বাহির থেকে কোন শক্ত আঘাত পায় তখন এ ফাঁপা অংশটি ঘন বিন্যস্ত হয়ে যায়, ফলে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয় না এবং ক্যানটি ঘামতে থাকে ফলে নাইট্রোজেন ধরে রাখতে পারে না। এজন্য ক্যানটি শুকনো শীতল স্থানে রাবারের প্যাডের উপর সংরক্ষন করতে হবে এবং নাড়াচাড়া এমনভাবে করতে হবে যেন কোন শক্ত আঘাত না পায়। ব্যবহারের উপর ভিত্তি করে নিয়মিত ক্যানের নাইট্রোজেন পরিমাপ করতে হবে এবং সিমেন সংরক্ষন ক্যান নাইট্রোজেন দ্বারা পূর্ণ রাখতে হবে।

তরল নাইট্রোজেন অত্যান্ত ব্যয়বহুল উড়ন্ত গ্যাস এবং অন্যদিকে ইহা ছাড়া সিমেনের জীবন রক্ষা হবে না। তাই নাইট্রোজেন সংরক্ষনে অত্যান্ত সতর্ক হতে হবে। ক্যানের মুখ অযথা অতিরিক্ত সময় খুলে রাখা যাবে না। নাইট্রোজেন অপচয় রোধ করার জন্য এক ক্যান থেকে অন্য ক্যানে ঢালার সময় ক্যানের মুখ উপযোগী ফানেল ব্যবহার করতে হবে। ঢালার স্থানে বেশি বাতাশ থাকলে নাইট্রোজেন উড়ে দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। নাইট্রোজেন সংরক্ষন আপনার ব্যবসার একটি চাবিকাঠি। তাই নাইট্রোজেন ঢালা বা ব্যবহারে অত্যন্ত সর্তক হতে হবে।

সাবধানতা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা পদ্ধতি:

ত্বক ও চোখ তরল নাইট্রোজেন এর সংস্পর্শে থেকে দূরে রাখতে হবে । তরল নাইট্রোজেন বা হিমায়িত সিমেন স্পর্শ দ্বারা ত্বক বা চোখের প্রদাহ হতে পারে । দীর্ঘস্থায়ী সংস্পর্শে মারাত্নক প্রদাহ হয়। তরল নাইট্রোজেন ত্বক ও চোখ সংস্পর্শে আসা মাত্রই পর্যাপ্ত ঠান্ডা পানি দিয়ে কমপক্ষে ১৫ মিনিট ত্বক ধুয়ে ফেলতে হবে এবং ত্বক কোনোক্রমেই ঘষাঘষি করা যাবে না এবং দ্রুত হাসপাতাল এ যোগাযোগ করতে হবে।